দৈনিক বাংলা ১৫৫
15 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

এরশাদ আমাদের গৌরব আমাদের অহংকার

—মাহবুবুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী

১৯৭১ সালে সুসংগঠিত এক জনগোষ্ঠী জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে লড়েছিল সফল মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৮১ সালের শেষদিকে সেই যুদ্ধের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি হামিদুর রহমানের ঝিনাইদহ জেলার এক পাড়াগাঁয়ে অমর স্মৃতিচারণ ও ধারণ করার প্রকল্প বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন সেদিনের সামরিক বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য ছুটলো দু ধারে গ্রামের মানুষ আর অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সেই শিশু স্রোত তাঁকে দৃশ্যত করেছিল উদ্দীপ্ত।

চলতে চলতে গাড়ীতেই বসে তিনি বললেন, এই শিশুদের প্রয়োজন স্বাস্থ্য শিক্ষা, আশ্রয় ও বেঁচে থাকার সুযোগ ও সুবিধা। এদের উপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। পাশে ছিলেন বসা যশোরের তদানিন্তন এরিয়া কমান্ডার, সামনে আমি এবং গাড়ির চালক। ধুলোবালি মাখা রাস্তা আর বিস্তীর্ণ গ্রামকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, গ্রাম আমাদের উৎস, গ্রাম আমাদের শক্তি, গ্রামই আমাদের আসল পরিচয় ও ঠিকানা।

সেদিন হয়তো তিনি ভাবেন নি যে কয়েক মাসের মধ্যেই এই

গ্রাম আর গ্রামবাসী ও সমগ্র দেশের শিশুদের সেবা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর উপরেই এসে পড়বে।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ। সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো, 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে মোরা যুদ্ধ করি....'—সে ফুলকে বাঁচাতে। স্থবির প্রশাসন ও বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত ও চলমান জাতিকে পথ দেখিয়ে ঈপ্সিত করতে লক্ষ্যহারা বিভ্রান্ত লক্ষ্য উপনীত হতে সাহায্য করতে।

অগ্রযাত্রা হলো শুরু। উপেক্ষিত অঞ্চল আর অবহেলিত শ্রেণীর উন্নয়নের লক্ষ্যে একের পর এক গ্রহণ করা হলো পদক্ষেপ। ঢাকা মহানগরীর টিকাটুলীর মেথরপট্টির বৃদ্ধ ঝাড়ুদার পরদেশী ও তার সাথীরা পেলো কংক্রিট বিশিষ্ট পাকা আবাসগৃহ।

সারা দেশের সকল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটির পর একটি সংস্কার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চললো পূর্ণোদ্যমে। এই লক্ষ্যে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাবার পথে হেলিকপ্টারে বসে ১৯৮৩ সালে তিনি নিজ হাতে রচনা করলেন আমাদের মুক্তিসনদ ১৮ দফা কর্মসূচি। পাশে বসা আমি আর পিছনের সিটে ছিলেন তাঁর তদানিন্তন তথ্য সচিব।

নেত্রকোনা থেকে ১৯৮৪ সালে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় ফেরার পথে হঠাৎ করে নেমেছিলেন একটি গ্রামীণ উপজেলায় তথা গ্রামে। ফেরার পথে হেলিকপ্টার থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলেন অগণিত মানুষ আর অসংখ্য শিশু। ভারাক্রান্ত মনে তিনি উক্তি করলেন, 'এদের বেঁচে থাকার আর এদের মানুষ করার দায়িত্ব সরকার ও সমগ্র জাতির। এটা সম্ভব হবে না যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা না যায়।'

১৯৮৪ সালের আরেক দিন। হেলিকপ্টার উড়ছিল রংপুরের দিকে মেঘ আর বৃষ্টির ফাঁকে। পাশে ছিলেন ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ। আর সাথে ছিলাম আমি। নিচে নেমে এলো হেলিকপ্টারটি মেঘ আর বৃষ্টির চাপে। তার পরিচিত মিঠাপুকুর চিনতে তাঁরই হলো কষ্ট। হবে না কেন? মিঠাপুকুর বলতে গেলে ছিল একটি গ্রাম। ছিল না তেমন উল্লিখযোগ্য পাকা দালান-কোঠা, সরকারি অফিস আদালত অথবা আকাশ হতে চেনার মত উল্লেখযোগ্য কোন কিছু। কিন্তু এখন সেই গ্রাম্য মিঠাপুকুর থানা একটি উপজেলা। সেখানে থেকেই মিঠাপুকুরের লোকেরা এখন পাচ্ছে জেলা পর্যায়ের অনেক সুযোগ সুবিধা, স্বাদ ও অধিকার।

মনে পড়ে ১৯৮২ সালের সেদিনের কথা, যেদিন প্রশাসন 'সংস্কারে'র উপর চলেছিল ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা। কেউ বলেছিলেন প্রতি জেলায় একটি করে পরীক্ষামূলকভাবে থানার উন্নয়ন করে ফলাফল দেখা। কেউ কেউ সুপারিশ করেছিলেন, তদানিন্তন কোন কোন মহকুমায় সমস্ত থানাকে উন্নীত থানায় রূপান্তরিত করে ফলাফল দেখতে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সৈনিক তাই তিনি কোন কাজ হাতে নিতে ভীত নন, সে কাজ যত কঠিনই হোক না কেন। তিনি আর আমি গভীর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, একই সঙ্গে কয়েকটি পর্যায়ে সমগ্র দেশের থানাসমূহকে উন্নীত করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার সুফল গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হলো তদানিন্তন মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার।

উপজেলা নামটিও প্রেসিডেন্ট এরশাদের দেয়া। ১৯৮৩ সালে মরক্কো সফরে গিয়ে রাবাতের এক প্রাসাদে বসে তিনি ভাবছিলেন দেশের কথা। তাঁর কামরায় ডাকলেন আমাকে। প্রকাশ করলেন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার সংস্কারের ইচ্ছে। আলোচনাকালে জনসংখ্যাকে তিনি চিহ্নিত করলেন অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায় হিসেবে। সংকল্প প্রকাশ করলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার জন্য ঐ আলোচনাকালেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, উন্নীত থানাকে উপজেলা নামকরণের।

মরক্কো সফরকালে মরক্কোর বাদশাহর অত্যন্ত আস্থাভাজন ও অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ইদ্রিস বাসরী তদানিন্তন মরক্কোর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, স্বরাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এক সাক্ষাতে আমার কাছ থেকে আমাদের প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের বিবরণ শুনে মুগ্ধ হয়ে জানালেন বাদশাহ হাসানকে।

আমন্ত্রণ জানানো হলো, আমাকে বাদশাহ হাসানের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সফর শেষে আমি যেন আরো সাতদিন তাঁদের দেশে থাকি ও সফর করি। বিস্তারিতভাবে তাঁদেরকে জনাই এবং বোঝাই কিভাবে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের। আমি বিব্রত বোধ করায় তাঁদের প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আমাকে তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে।

১৯৮৩ সালের আরেকটি সফর—প্রেসিডেন্ট এরশাদের যুক্তরাষ্ট্র সফরের অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলাম আমি। অবশ্য তার আগে আমি একই গিয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে একটি সরকারি সফরে। সেই সফরকালে বর্তমানে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ও বিশ্বব্যাংকের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সুযোগ পেয়েছিলাম অজ্র আমার দেশ ও দেশ পরিচালক প্রিয় প্রেসিডেন্টের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তাঁদের কাছে তুলে ধরার। তাঁর সফরকালে আমি হয়েছিলাম তাঁর সফরসঙ্গী।

হোয়াইট হাউসের 'ওভাল' অফিসে আমাদের নেতা আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আমি তুলে ধরেছিলাম আমাদের সফলতার ইতিহাস, পুরস্কারের ইতিহাস আর জনগণের বোধগম্য ও ফলপ্রসূ গণতন্ত্র প্রবর্তনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ইতিহাস। বিবরণ দিয়েছিলাম তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের, স্বনির্ভরতা অর্জনের ও জনসংখ্যা তথা জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত শিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনার।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে বিদায় বেলায় আবারো দাঁড়িয়ে কিছু কথাবার্তা হলো আমাদের তিনজনের মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতাকে সুসংহত ও স্বনির্ভরতা অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান।

উক্ত সফরকালে লস এঞ্জেলেস মহানগরীর মেয়র টম বেডলী ডেমোক্রেটিক দলীয় হওয়া সত্ত্বেও জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদকে উষ্ণ সংবর্ধনা, তাঁর নগরীতে আর সম্মানিত করেছিলেন সিটি অব লস এঞ্জেলসের চাবি প্রদানের মাধ্যমে। হাওয়াইতে এসেও দেখেছি আমরা আমাদের মহানায়কের সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ বেষ্টিত ও শীতল সবুজ পানিতে ঘেরা হাওয়াই দ্বীপের হোটেলে বসে এক গভীর রাতে তাঁর আর আমার মধ্যে আলোচনা হয় সরকারের সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায়। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার। এর ফলে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় জনদলের।

ধারাবাহিকতার ফলে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আজকের জাতীয় পার্টির। সবকিছুর মূল কেন্দ্র বাংলাদেশ আর চালনাশক্তির উৎস প্রেসিডেন্ট এরশাদ।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেননি। রাজনীতি তাঁকে যোগদান করিয়েছে। কারণ, তিনি নিয়োজিত রয়েছেন আমাদের নেতৃত্বে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের আজকের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানরূপে।

১৯৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.২। সেই হার নিয়ে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। উদ্যোগ নিলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারকে হার মানবার। তিনি হলেন জয়ী।

১৯৮৬ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সে হার নেমে এলো ২.৪-এ। ১৯৯০ সালে এই হার আরো নেমে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শীর্ষ পৃঃ ৩

এরশাদ

(৬-এর পৃঃ পর)

আসবে তাঁর, আমার, আপনার তথা সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। জাতিসংঘ এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার স্বীকৃতিতে সম্মানিত করেছে আমাদের নায়ককে, আমাদের নেতাকে। তাঁর সম্মান আমাদের সম্মান, তাঁর গৌরব আমাদের গৌরব। এই সম্মান ও গৌরব নিয়ে দেশে ফেরার এই শুভ দিনে জাতি আনন্দিত। এরশাদকে নিয়ে জাতি আজ গর্বিত। এরশাদ আমাদের গৌরব, এরশাদ আমাদের অহংকার।